৪৭

তারিখ 02 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

আজকের কাগজ

বিএনপি সরকারের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন কোনো সরকার গণতান্ত্রিক না স্বৈরতান্ত্রিক এবং গণতান্ত্রিক হলে কতোটা গণতান্ত্রিক আর স্বৈরতান্ত্রিক হলে কতোটা স্বৈরাচারী তা বিচারের মাপকাঠি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশ বিভাগ এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৯৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ঢাকায় যতোগুলো নির্বাচিত বা অনির্বাচিত, গণতান্ত্রিক বা অগণতান্ত্রিক এবং সামরিক বা বেসামরিক সরকার ক্ষমতায় ছিলো বা আছে তার প্রায় প্রতিটি সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে শায়েস্তা করতে চেয়েছে। যেহেতু রমনায় অবস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রথমে পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানের এবং পরে বাংলাদেশের রাজধানী স্থাপন করা হয়। সে জন্যে অবস্থানগত কারণেও সরকার আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বরাবর বৈরি প্রতিবেশী। প্রতিটি সরকারের প্রায় প্রতিটি গণবিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয় আর প্রতিটি সরকার সে জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে তার স্বার্থের জন্যে হুমকি স্বরূপ মনে করেছে। জিন্নাহ্–লিয়াকত–নাজিমউদ্দিন–নূরুল আমীন–মোনায়েম খান শুধু নয় জেনারেল ইসকান্দার মীর্জা, জেনারেল আইউব, জেনারেল ইয়াহিয়া, জেনারেল টীক্কা, জেনারেল নিয়াজি, জেনারেল রাও ফরমান আলী কেবল মাত্র নয়, জেনারেল জিয়া, জেনারেল এরশাদ এবং তাদের উত্তরসূরীরা (একই বৃন্তে দু'টি কুসুম জাতীয়তাবাদী দল ও জাতীয় পার্টি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেই তাদের ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার ব্যাপারে পয়লা নম্বর দুশমন বিবেচনা করেছে।

এ দেশে সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ঐ বৈরি সম্পর্কের কারণে বর্তমানে ক্ষমতাসীন সরকার দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষতঃ ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন দ্বারা পরিচালিত তিনটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামকে কুক্ষিগত করার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পদানত করার জন্যে বিএনপি তার দোসর জামাত–শিবিরকে ব্যবহার করেছে। ফলে, অদ্যাবধি বাংলাদেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রফ্রন্ট বিএনপি বা জামাতের অঙ্গ সংগঠনের বাহুবলের দখলে আর শিক্ষকফ্রন্ট বিএনপি–জামাত আঁতাতের যাঁতাকলে বন্দি। যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট আছে সেসব সিনেট সরকারি মনোনীত এবং বিএনপি–জামাত শিক্ষক সদস্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনে নীল ও গোলাপী প্যানেলের প্রায় চল্লিশ জন সিনেট সদস্যের বয়কট সত্ত্বেও সিন্ডিকেটের সদস্য পদে যাদের নির্বাচিত করা হয়েছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ একাত্তর ও পঁচাত্তরের ঘাতকদের দালালরূপে বিতর্কিত বলে অভিযোগ রয়েছে। যাঁদের একজনের সঙ্গে একাত্তরের বুদ্ধিজীবী নিধনকারীদের আর অপর জনের সঙ্গে পঁচাত্তরের মীরজাফরের যোগসাজশের কথা শোনা যায়। এমন বিতর্কিত ব্যক্তিদের বিএনপি–জামাত আঁতাত সিনেট সদস্যরা সিন্ডিকেট সদস্যরূপে নির্বাচিত করেন কেনো?

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য, উপ–উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষ সরকার নিযুক্ত করেন, যদিও ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সরকার কর্তৃক নিয়োগ করা হয় সিনেট সদস্যদের নির্বাচিত তিনজনের প্যানেল থেকে। সে জন্যেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটগুলো ক্ষমতাসীন দল নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে এমন কোনো প্রক্রিয়া বা কৌশল নেই যা প্রয়োগ করা হয় না। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট অধিবেশনে ঐ প্রক্রিয়ার প্রদর্শনী হয়ে গেলো। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনায় আপত্তি উত্থাপনের জন্যে বিতর্কিত ডঃ এরশাদুল বারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি কর্তৃক বর্জিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সভায় তার উপস্থিতির অর্থ শিক্ষক প্রতিনিধিদের সে সভা বর্জন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনের প্রথম দু'দিন তাকে অনুপস্থিত রেখে, তৃতীয় বা নির্বাচনের দিন তাকে উপস্থিত করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শিক্ষক ও রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধিদের বাধ্য করা হয় সিনেট বর্জন করতে আর সে সুযোগে সরকার মনোনীত বিএনপি ও জামাতপন্থী এবং একাত্তর ও পঁচাত্তরের ঘাতক–দালালদের দোসর সিনেট সদস্যরা সিন্ডিকেটে সিনেট প্রতিনিধি নির্বাচন সম্পন্ন করে ফেলে। এ যেনো বাংলাদেশের বিরোধী দল বিহীন জাতীয় সংসদে বিএনপি সরকারের বাজেট পাস করিয়ে নেবার মতোই ঘটনা।